COAST Trust

জলবায়ু সক্ষমতা

CJRF প্রকল্পের প্রকাশনা

সংখ্যা- ২৪; সেপ্টেম্বর ২০২০ ॥ ভাদ্র, ১৪২৭

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় কোস্ট ট্রাস্ট জলবায়ুর পরিবর্তন অভিযোজনের লক্ষ্যে "Climate Justice Resilient Fund-CJRF" শিরোনামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ১ জানুয়ারী, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মাধ্যমে কোস্ট ট্রাস্ট স্থানীয় সহযোগী সংস্থাদের সাথে জলবায়ুর পরিবর্তন ও জলবায়ু অভিবাসী ইস্যুতে আনুষ্ঠানিক জোট গঠনে সহয়তা করছে এবং যুবক, নারী ও শিশুদের সচেতন করার লক্ষ্যে কমিউনিটি ও অ্যামেচার রেডিও এর মাধ্যমে সচেতনতা ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করছে, হতদরিদ্রদের জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক প্রযুক্তি প্রদান করছে।বর্তমানে উপকূলীয় ৭ টি জেলায় এই প্রকল্পেটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে।

পারিবারিক অবদানের পাশাপাশি নিজের স্বপ্নপূরণে আত্মপ্রত্যয়ী খেলনা বেগম

আলোকচিত্র: বাড়ির উঠানে মুরগীকে খাবার দিচ্ছে খেলনা বেগম, চিত্র গ্রাহক: এসডিআই তারিখ: ২২/০৮/২০২০

আলোকচিত্র: উপকারভোগীদের জন্য ছাগলের মাচা তৈরি করা হচ্ছে, চিত্র গ্রাহক: কোস্ট ট্রাস্ট, তারিখ: ১৫/০৯/২০২০

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, সহিংসতা, প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা ও শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্র গুলিতে নারী-পুরুষের বৈষম্য রয়েছে। কিশোরী মেয়েদের পারিবারিক, সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ও নিজেদেরকে আত্মনির্ভরশীল করতে কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প কিশোরী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। শিক্ষা এবং তথ্য উপাত্ত প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে কিশোরীদের ক্ষমতায়িত করে তোলা এই প্রকল্পের অন্যতম একটি লক্ষ্য। খেলনা বেগম কিশোরী কেন্দ্রের এমনই একজন কিশোরী যিনি এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মনির্ভরশীল হবার চেষ্টা করছেন।

খেলনা বেগম চট্টগ্রাম জেলার মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ও সাগর বেষ্টিত সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই দিনমজুর ও মৎস্যজীবী। ৩ ভাই ও ৩ বোনের সংসারে সে সবার ছোট। বাবার আকস্মিক মৃত্যুর সাথে সাথে তার পরিবারের দারিদ্র প্রকটতাও বাড়তে থাকে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি তার বড়ভাই। এ অবস্থাতে সংসার চালানোই বড় দায় হয়ে ওঠে এবং তার পড়াশুনা পর্বের ইতি ঘটে। বর্তমানে সন্দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে খেলনা বেগম প্রতি মাসে ১০০০-১২০০ টাকা আয় করছে। সে নিজের জন্য খরচ করছে এবং পরিবারেও অবদান রাখছে। ফলে পরিবারে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। খেলনা বেগম আনন্দের সাথে বলে ঞআগে আমাকে খরচের জন্য বড় ভাইয়ের কাছে টাকা চাইতে হতো। অনেক সময় টাকা দিতো না, বকাঝকা করতো। এখন আর আমাকে টাকা চাইতে হয়না। আমি নিজে হাসমুরগী পালি, সবজি চাষ করি, বাজারে বিক্রি করি। প্রতি মাসে ১০০০-১২০০ টাকা আয় করি। নিজের প্রয়োজনের জন্যও খরচ করতে পারি এবং পরিবারেও কিছু দিতে পারি। আমি আবার স্কুলে যেতে চাই, আমি আবার পড়াশোনা শুরু করতে চাই"

ক্ষতিগ্রস্থ্য কমিউনিটিতে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম

চর-মানিকা ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার দক্ষিণ আইচা থানার ছোট্ট একটি ইউনিয়ন। এঅঞ্চলের ৮৫ ভাগ মানুষ মৎস্যজীবী এবং কৃষিজীবী। এর পাশাপাশি ৭৫ ভাগ নারী বসত বাড়িতে ছাগল পালন করে থাকেন। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোয়াল ঘর কিংবা রান্না ঘরে ছাগল পালন করে থাকেন। ফলে ছাগলগুলো স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে পিপিআর, নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বর্ষার আগে বেশিরভাগ মানুষ অল্প দামে ছাগল বিক্রি করে দেয় এবং আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয় কিন্তু জলবায়ু অভিযোজন পদ্ধতিতে মাচা পদ্ধতিতে ছাগলনের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব তা উক্ত এলাকার বেশিরভাগ মানুষেরই অজানা। কোস্ট-সিজেআরএফ প্রকল্প উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষুদ্র মৎসজীবী ও কৃষিজীবী মানুষদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে কাজ করছে, যার মাঝে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন হলো অন্যতম।

সাম্প্রতি প্রকল্প থেকে চর-মানিকা ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডে বিবি সালেহা, ইয়াসমিন বেগম ও মোসাম্মত হাসিনা বেগমকে ছাগল পালন করার জন্য মাচা তৈরি করে দেওয়া হয়। মাচাগুলির মাধ্যমে ৮/১০ টি ছাগল পালন করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে ছাগলের মাচা মাটি থেকে ২ ফুট উঁচুতে থাকার কারণে জলাদ্ধতায় ছাগল নিরাপদ থাকে। মাচার চারদিকে প্লাস্টিক নেট থাকার কারণে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। মাচার কাঠের ফালিগুলোতে ফাক রাখা হয় যার ফলে ছাগলের মল মাটিতে পড়ে যায়। মাচার ভিতরে মল জমে না থাকায় ছাগলের ঘরের পরিবেশ শুষ্ক থাকে এবং ছাগলের রোগ বালাই কম হয়। মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনে ছাগলের মৃত্যুর হার ৮০ ভাগ কমে যায় ফলে উপকারভোগীরা অর্থনৈতিকভাবে লাবভান হন। উপকারভোগীদের দেখাদেখিতে চর-মানিকা ইউনিয়নের অনেকেই মাচা তৈরির আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার মাচা তৈরির ক্ষেত্রে নিয়মিত সকল পরামর্শ দিচ্ছেন। বর্তমানে চর-মানিকা ইউনিয়নে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের জনপ্রিয়তা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বল্প খরচে স্বাস্থ্য সুরক্ষা, উপকূলে জনপ্রিয় হচ্ছে জলবায়ু সহিষ্ণু টয়লেট

স্বল্প খরচে স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষায়ও ভূমিকা রাখছে জলবায়ু সহিষ্ণু স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট, ফলে দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে এই কৌশল। জলবায়ু পরিবর্তনের ঘাত প্রতিঘাতে উপকূলীয় অঞ্চলে দারিদ্রতার প্রকোপ অত্যান্ত বেশি। দারিদ্রতা, শিক্ষা ও অবাধ তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকায় তারা প্রায় অসচেতন, তাই অভ্যাসগত কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবস্থা খুবই নাজুক। এখানকার অধিকাংশ পরিবার খোলা ল্যাট্রিন ব্যাবহার করে, ফলে ময়লা ও দুর্গন্ধ খুব সহজেই আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। বর্ষার সময়টাতে জোয়ার বা বন্যার পানিতে

আলোকচিত্রঃ হালিমা বেগম এখন স্যানিটারি টয়লেট ব্যাবহারে অভ্যস্ত চিত্র গ্রাহকঃ কোস্ট ট্রাস্ট, তারিখঃ ১১/০৯/২০২০

টয়লেটগুলো প্লাবিত হয়, ময়লা আবর্জনা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব লেগেই থাকে। খোলা টয়লেট ব্যাবহারের কারনে স্থানীয়দের বিশেষ করে নারী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদাও বহুলাংশে বিঘ্নিত হয়। হালিমা বেগম ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের, ৮ নং ওয়ার্ডের চর-জহির উদ্দিন গ্রামের একজন বাসিন্দা। স্বামী ও ৪ ছেলে মেয়ে নিয়ে তার সংসার। তার স্বামী পেশায় একজন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি। বছরের প্রায় সময়টাতে আয় উপার্জন না থাকায় দারিদ্রতার সাথেই নিত্য বসবাস পরিবারটির। দরিদ্রপীড়িত এই অঞ্চলের অন্যান্য বাসিন্দাদের মতো হালিমা বেগমের পরিবারটি ও অস্বাস্থ্যকর টয়লেট ব্যাবহার করছে সুদীর্ঘ কাল ধরেই। যার কারনে সারা বছর ধরে নানাবিধ অসুখ লেগেই থাকে তার পরিবারে।

কোস্ট ট্রাস্ট, সিজেআরএফ প্রকল্প উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু সহিষ্ণু স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট ব্যবাহরে কমিউনিটি পর্যায়ে ব্যাপক গনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করে পাশাপাশি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু উপকারভোগীকে কারিগরি সহয়তা ও প্রদান করে। এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কমিউনিটিতে স্বল্প খরচে জলবায়ু সহিষ্ণু টয়লেট তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাবহারিক জ্ঞান প্রদান ও পরীক্ষামূলকভাবে কিছু উপকারভোগী নির্বাচনা করা যেন ফলাফল দেখে অন্যরাও তা তৈরি করতে আগ্রহী হয়ে উঠে এবং দীর্ঘদিনের অভ্যাস পরিবর্তন করে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যাবহারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে। এই ধরনের উপকারভোগীদের মধ্যে হালিমা বেগম একজন। এই ধরনের জলবায়ু সহিষ্ণু টয়লেট সম্পর্কে জানতে চাইলে হালিমা বেগম বলেন, আমাদে গ্রাম টি নদী সংলগ্ন হওয়ায় স্বাভাবিক জোয়ারের পানিতেই জলাদ্ধ হয়, বসত ভিটায় পানি উঠে, নিচু জায়গা হওয়াতে টয়লেটের ময়লা আর্বজনা জোয়ারের পানিতে একাকার হয়ে যায় এমনকি বাসার ভেতরেও ময়লা পানির সাথে চলে আসে। কিন্তু এই টয়লেট এর ভিটা মাটি থেকে প্রায় ২ ফুট উচু থাকার কারনে পানিতে ডুবে যায়না। তাছাড়া একটি আবদ্ধ জায়গায় ময়লা জমা থাকে তাই পরিবেশ নষ্ট হয়না, সবচেয়ে বড় কথা খরচও কম হয়। হালিমা বেগম আরো জানান যে তার পরিবারের সবাই এখন নিয়মিত স্যান্ডেল পরে টয়লেটে যায়, টয়লেট শেষে সাবান দিয়ে হাত ধোয়। গত ১ বছর ধরে ব্যাবহার করতে করতে এখন আমাদের সবার আগের অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে গেছে। আগে খোলা টয়লেটে যেতে খুবই লজ্জা লাগতো, বিশেষ করে বাড়িতে মেহমান এলে খুবই খারাপ লাগতো।

কমিউনিটিতে জলবায়ু সহিষ্ণু কৌশল সম্প্রসারণে প্রচারণা

আলোকচিত্রঃ ভোলাতে জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক কৌশল সম্প্রসারণে কমিউনিটি পর্যায়ে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছেন CEW, চিত্র গ্রাহকঃ কোস্ট ট্রাস্ট, তারিখঃ ০৮/০৯/২০২০

ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলে সিজেআরএফ প্রকল্প কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক কৌশল সম্প্রসারনে প্রচারনামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে।ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এইসকল অঞ্চলের সাধারণ মানুষ প্রায়শই আর্থ-সামাজিক সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছে এবং চরম দারিদ্রতার মাঝে জীবন যাপন করছে। দেখা দিচ্ছে প্রকট খাদ্যাভাব এবং বিভিন্ন রোগে তারা আক্রান্ত হচ্ছে। তাদের আয় কমে যাচ্ছে, দরিদ্র মানুষ আরও বেশি দারিদ্রতার শিকার হচ্ছে। প্রচারাভিযান পরিচালনার জন্য জলবায়ুসহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক কৌশল (সিআইজিটি), বিশুদ্ধ পানি ও পয়:নিস্কাশন এবং স্বাস্থ্যসচেতনতামুলক বার্তাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও বাস্তব জীবনে অনুশীলন এর মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখাই এই প্রচারণার মূল লক্ষ্য। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে, এতে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ অংশ গ্রহণ করছে।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই প্রচারণায় অংশগ্রহনকারীদের সুবিধার্থে বিষয়বস্তু ও ছবি সম্বলিত ফ্লিপ চার্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রচারণার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটি বিশেষ করে নারী ও কিশোরী মেয়েরা নিরাপদ খাবার পানি এবং জলবায়ু সহিষ্ণু স্যানিটেশন ব্যবাহার, জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই কৃষি পদ্ধতিগুলো যেমন- রংপুর মডেল, বস্তা পদ্ধতিতে সবজি চাষ, ট্রিপল এফ মডেল (সমন্বিত চাষ পদ্ধতি-মাছ, ফল ও বন) এবং মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন সম্পর্কে ধারণা লাভ করছে এবং নিজেরা অনুশীলন করছে, আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ায় তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে।

সিজেআরএফ প্রকল্পের কার্যক্রম,লক্ষ্য ও অর্জন অগাষ্ট, ২০২০

ক্রম	কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন
১	লবণাক্ততা পরিমাপের জন্য পিপিটি পর্যবেক্ষণ	০২	০২
২	সকল স্টাফদের সাথে মাসিক অনলাইন মিটিং	০১	০১
৩	সিএআইজিটি, নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন সম্প্রসারণে প্রচারণা	৩৪	২৯
৪	জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক প্রযুক্তি সম্প্রসারণে উপকরণ বিতরণ	২৯	২৪
৫	জলবায়ু সহিষ্ণু টয়লেট বিতরন	৫	৩

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ''সিজেআরএফ'' প্রকল্পের সকল সহকর্মী সহযোগিতা করেছেন।

বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য:
মো : আবুল হাসান, প্রোগ্রাম হেড-কোস্ট ট্রাস্ট, সিজেআরএফ প্রকল্প।
মোবাইল : ০১৭০৮১২০৩৩৩, hasan@coastbd.net
‡gv: mv‡jnvb midivR, mgšqKvix, cvUbvi wkc GÛ GW‡fv‡Kwm
‡Kv÷ Uv÷ - wm‡RAviGd cK í |
†hvMv‡hvM: ০১৭০৮১২০৩৩৫, anik@coastbd.net
cK í Kvhvjq- k"vgjx, XvKv †_‡K cKwkZ I msiwÿZ www.coastbd.net